

# য

# ঃ

# বা

# দ

১৫১৯  
নাম

## BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

# পরিষেবা

## দুষ্টির ছল

২৪/৬৪

সুরত কুণ্ড

কথায় বলে দুষ্টির ছলের অভাব হয় না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ এবং জলবায়ু বদল মন্ত্রকের নির্দেশিকায় এ কথারই প্রমাণ আর একবার পাওয়া গেল। এই মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, এখন থেকে কাঠ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি দিয়ে কিনে নেবে সরকার। এর জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিলও তৈরি করা হয়েছে। কাঠের জন্য এমএসপি'র সুপারিশ করেছিল দ্য এনার্জি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (যার আগে নাম ছিল টাটা এনার্জি রিসার্চ ইন্সটিটিউট) বা টেরি। তাদের বক্তব্য, এতে চাষিরা বড় জায়গায় বৃক্ষরোপণ করতে উৎসাহিত হবে। আর বৃক্ষরোপণ হলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও কমবে। বেশ। খুব ভালো কথা।

কিন্তু ভারতে মোট জমির ৮৫ শতাংশ মালিকানা রয়েছে ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের হাতে। যারা দেশের মানুষের খাবার জোগায়। তাদের সামর্থ্য নেই গাছ লাগিয়ে ৮-১০ বছর রেখে, কাঠ হিসেবে তা বিক্রির। কারণ এদের আর্থিক ক্ষমতা যদি ভালো হত, তাহলে ঋণের দায়ে এরা আত্মহত্যা করত না। সরকারও বলছে দেশে চাষের জমির অভাব হচ্ছে। তাই সব লোককে খাওয়াতে 'উন্নত' চাষ পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে, যাতে উৎপাদন বেশি হয়। জমি যে কমছে তা বোঝা যায় চাষের জমি দখল করে নগরায়নের বাড়বাড়ন্ত দেখলে। শিল্পের জন্য চাষের জমি দখলের বহর দেখলে। এই অবস্থায় কাঠের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা যথেষ্ট সন্দেহজনক। এতে বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা সরকারি সহায়তায় আরো বেশি করে জঙ্গল এবং চাষের জমি দখল করবে 'ব্যবসায়িক গাছ' লাগানোর জন্য। সরকারের থেকে অর্থ সাহায্য পাবে গাছ চাষের জন্য। ওই গাছ আবার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে বিক্রি করবে সরকারের কাছে। যার অর্থ হল, সরকার অর্থাৎ আমাদের অর্থ ব্যবহার করেই কোটি কোটি টাকার মুনাফা করবে ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে এত লাভ আর কোন ব্যবসায় হবে। সুতরাং সাধু সাবধান!

## দরকার সুস্থায়ী উন্নয়ন কর্মসূচি

২৪/৬৫

বিশ্বে প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের মৃত্যুর জন্য দায়ী পরিবেশ দূষণ। কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া, ক্ষতিকর রাসায়নিক মেশা জল এবং ক্ষণভঙ্গুর পরিবেশের কারণে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। দূষিত পরিবেশ ও জলবায়ু কোটি কোটি মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে মহামারির দিকে। যার ফলে অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কেনিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সম্মেলনে, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট আর্টটলুক (জিইও) রিপোর্টে এই কথা বলা হয়েছে। গত ৬ বছর ধরে প্রতিবছর জিইও'র এই রিপোর্ট ৭০টি

দেশের ২৫০ জন বিজ্ঞানী তৈরি করে চলেছেন। এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বিশ্বে যত রোগ ও মৃত্যু হয় তার প্রায় ২৫ ভাগের দায় পরিবেশ দূষণের। এর মধ্যে সবচেয়ে ওপরে আছে বায়ুদূষণ। এই কারণে বছরে ৭০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। জল দূষণে মারা যায় আরো ১৪ লাখ মানুষ। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সুস্থ্যী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বা সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট গোলের পথে হাঁটলেই এই মৃত্যু মিছিল রোধ করা সম্ভব।

## গোলমরিচে স্বাস্থ্য

২৪/৬৬

রান্নায় গোলমরিচ ব্যবহৃত হয়। তবে এটি যে হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তা হয়ত অনেকেই জানেন না। শুধু হজম নয়, গোলমরিচ খিদে বাড়ায়, শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করতে সাহায্য করে এবং ফুসফুস ও শ্বাসনালীর সংক্রমণ কমায়। এছাড়া মানসিক ও শারীরিক চাপ কমাতে এর জুড়ি নেই। গোলমরিচ গোটা বা গুঁড়ো দুভাবেই খাওয়া হয়। তবে বেশিদিন গুঁড়ো করে রেখে দিলে এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। মধুর সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে খেলেও পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ দূর হয়। আর আমরা জানি, হজম ঠিকঠাক হলে শরীর থাকে একদম সুস্থ ও ঝরঝরে। এসব কথা জানা গেছে হেলথ অ্যালার্ট পত্রিকা সূত্রে।

## ইয়ুথ স্ট্রাইক

২৪/৬৭

পরিবেশ রক্ষা নিয়ে সমাজের চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজ একা হাতে শুরু করেছিল গ্রেটা থানবার্গ। গত অগস্টে তার শুরু করা ‘ইয়ুথ স্ট্রাইক’ আন্দোলন সুইডেন থেকে আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ১০৫ দেশের ১৬৫৯টি শহরে। কয়েক লাখ কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী আজ সুইডেনের এই ছোট্ট মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে, পরিবেশ রক্ষায় মানুষের সচেতনতা গড়ে তোলার কাজ করছে। সুইস কিশোরীর সেই অসাধারণ উদ্যোগকে সম্মান জানিয়ে ২০২০-র নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তাকে মনোনীত করেছে নোবেল কমিটি। নোবেল শান্তি পুরস্কারের মনোনয়ন পেয়ে গ্রেটা বলেছে, এই মনোনয়নে আমি সম্মানিত এবং কৃতজ্ঞ। আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। নরওয়ের সমাজকর্মী ফ্রেডি আন্দ্রে জানান, ‘আমরা গ্রেটার নাম প্রস্তাব করেছি, কারণ এখনও যদি পরিবেশ বাঁচাতে আমরা সচেতন না হই তাহলে তা যুদ্ধ, বিবাদ এবং শরণার্থীদের জন্ম দেবে। থানবার্গ একটা গণ আন্দোলন শুরু করেছে যা মনে হয় শান্তির পথে একটা বিশাল অবদান।’ ২০১৪ সালে ১৭ বছর বয়সে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিল মালারা ইউসুফজাই। গ্রেটা থানবার্গ পুরস্কার পেলে সে হবে সব থেকে ছোট নোবেল প্রাপক।

## পৃথিবীর আয়ব্যয়ের হিসেব

২৪/৬৮

বিশ্বের নব্বইটির বেশি সংগঠনের সমন্বয়ে তৈরি আন্তর্জাতিক থিংকটাংক ‘গ্লোবাল ফুটপ্ৰিন্ট নেটওয়ার্ক’ প্রতিবছর একটি দিনকে ‘আর্থ ওভারশুট ডে’ হিসেবে পালন করে। এই দিনটি সাধারণত সেদিন হয়, যেদিন পৃথিবী একবছরে যা উৎপাদন করতে পারে তার থেকে বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ খরচ করে ফেলে। এটা অনেকটা আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার মতো ব্যাপার। চলতি বছর সেই দিনটি ছিল পয়লা অগস্ট।

## আরো একটা পৃথিবী দরকার

২৪/৬৯

মানুষ যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে তার জোগান দিতে কার্যত আরো একটি পৃথিবী দরকার। আর যদি আলাদা আলাদাভাবে অঞ্চলের কথা চিন্তা করি তবে, জার্মানরা যতটা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, সেই পরিমাণ সম্পদ বিশ্বের সব মানুষ ব্যবহার করলে তাদের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হবে তিনটির বেশি পৃথিবী। পৃথিবীর একজন মানুষের সাধারণ চাহিদা মেটাতে ১.৮ হেক্টর জমির প্রয়োজন। কিন্তু গড়ে একজন জার্মান ব্যবহার করছেন ৫.১ হেক্টর জমি।

## শেষের পথে বন

২৪/৭০

গাছ থেকে কাঠ আসে যা কাগজ তৈরির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। তাছাড়া গাছ মাটির ক্ষয়রোধে সহায়তা করে, ভূগর্ভস্থ জলের আধার পূর্ণ রাখে এবং প্রকৃতি থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে আমাদের জন্য অক্সিজেন জোগায়। তা সত্ত্বেও প্রতিবছর বিশ্বে ৩৩ লাখ হেক্টর বন নষ্ট হচ্ছে, মানুষের অপরিমিত ভোগের কারণে।

## মাৎস্যন্যায়

২৪/৭১

সমুদ্র, নদী থেকে যে হারে মাছ ধরা হচ্ছে তা মাছের উৎপাদনের থেকে অনেক বেশি। চলতি বছরের এই সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মাছের প্রজনন ক্ষমতার চেয়ে বেশি মাছ ধরা হয়ে গেছে। একদিকে, যেমন বেশি মাছ ধরা হচ্ছে, অন্যদিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্রের জলও ক্রমশ গরম হচ্ছে যা সামুদ্রিক জীবের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

## সংকটে জল

২৪/৭২

রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির হিসেব অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী জল সংকটে ভুগবে। কারণ ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে কিংবা নানা বিষাক্ত উপাদান মেশার ফলে তা পানের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে।

## ঢ্যাঁড়শ ঢ্যাঁড়শ নয়

২৪/৭৩

ঢ্যাঁড়শ মানব শরীরের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করে। এতে সুস্থ হাড়ের পাশাপাশি হৃদযন্ত্র, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক থাকে। এছাড়া পেশি ও স্নায়ু সঞ্চালনেও ক্যালসিয়ামে ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঢ্যাঁড়শের দ্রবণীয় ফাইবার বা তন্তু এবং পুষ্টিগুণ সম্পন্ন পেপ্টিন রক্তে কোলেস্টেরল কমিয়ে আনে এবং হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায়।

ঢ্যাঁড়শ ভিটামিন এ এবং বিটা-কেরোটিনে ভরপুর, যা দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই সবজি হজম প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। এর তন্তু খাবার হজমে সাহায্য করে। ঢ্যাঁড়শ পেটের গ্যাস, বদহজমজনিত কারণে পেটে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সমস্যা দূর করে। এছাড়া এর জলীয় অংশ ডায়ারিয়া প্রতিরোধ করে। ঢ্যাঁড়শের বিভিন্ন অ্যান্টি অক্সিজেন্ট এবং ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ঢ্যাঁড়শ লিভার পরিষ্কার রাখে এবং তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। হাঁপানি প্রতিরোধ করে ঢ্যাঁড়শ। এর ভিটামিন সি-তে যে অ্যান্টি অক্সিজেন্ট ও প্রদাহ দূরকারী উপাদান আছে তা হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ঢ্যাঁড়শে ইনসুলিনের মতো উপাদান থাকে, যা শরীরের শর্করার মাত্রা কমায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই সবজি শরীরের অতিরিক্ত গ্লুকোজের শোষণ হ্রাস করতে সাহায্য করে। যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায়। চুলের সৌন্দর্য ধরে রাখতে ঢ্যাঁড়শ সের্ব জল দিয়ে চুল ধুতে হবে। এতে চুলের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। এই জল খুশকির সমস্যার সমাধানও করতে পারে। হেল্থ মনিটর পত্রিকা সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

## গড় আয়ু ৭১

২৪/৭৪

১৯৫০ সালে বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৬ বছর। ২০১৫ সালে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১ বছরে। সামগ্রিকভাবে গড় আয়ু বাড়লেও অনেক দেশেই মানুষের মৃত্যু হচ্ছে নানা রোগ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। এখানে বিভিন্নভাবে মৃত্যু শতাংশের হিসেবে তুলে ধরা হল। হৃদরোগে ৩২.৩, ক্যান্সারে ১৬.৩, শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ৬.৫, ডায়াবেটিসে ৫.৮, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে ৪.৪, স্মৃতিভ্রংশে ৪.৪, নবজাতকের মৃত্যু ৩.২, ডায়ারিয়াজনিত রোগে ৩, পথ দুর্ঘটনায় ২.৫ এবং যকৃতের রোগে ২.৩ শতাংশ মানুষ মারা যায়। এর মধ্যে অনেক মৃত্যুই প্রতিহত করা সম্ভব। বিবিসি সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

## অভয় আশ্রয়

২৪/৭৫

১০ বছরেরও আগে, অনেকগুলি সামুদ্রিক অলিভ রিডলে কচ্ছপের বাচ্চার পায়ে চিহ্ন (ট্যাগ) লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বছর ৪০টি ট্যাগ লাগানো কচ্ছপ, ডিম পেড়ে বাচ্চা ফোটাতে, ফিরে এসেছে ওড়িশার কেন্দ্রপাড়ার গহিরমাতা সামুদ্রিক অভয়ারণ্যে। এটা প্রমাণ করছে, তারা যেখানে বছর দশেক আগে জন্মেছিল, তাদের পূর্বসূরিদের মতোই নিরাপদ স্থান হিসেবে সেই জায়গা খুঁজে পেয়েছে, ডিম ফোটানোর জন্য। সরকারি অবহেলা এবং নিয়মবিরুদ্ধ মাছ ধরায় প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল এই অভয়ারণ্যের। ফলে কচ্ছপের আসার সংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু একটু যত্ন নেওয়ার ফলে গহিরমাতা অভয়ারণ্য আগের অবস্থায় ফিরে এসেছে। এ বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ মার্চ অবধি ৪.৬ লাখ কচ্ছপ ডিম পেড়েছে এখানে। স্থানীয় অসরকারি সংগঠনগুলির চাপে, বন দফতর বেশ কয়েক বছর ধরে ১ নভেম্বর থেকে ৩১ মে অবধি এই সামুদ্রিক অভয়ারণ্যে মাছ ধরা এবং অন্য কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে কচ্ছপের আনাগোনা বাড়তে থাকে।

ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স (আইডব্লুজিআইএ) নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন রাষ্ট্রসংঘের কমিটি অন এলিমিনেশন অব রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন (সিইআরডি) কে জানিয়েছে যে, ভারতের খসড়া জাতীয় বননীতি প্রণয়ন হলে আদিবাসীদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আইডব্লুজিআইএ বলেছে, ভারত সরকারের বন অধিকার আইন এবং পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু দ্য শেডিউলড এরিয়াস আইন ১৯৯৬ (পেসা), যৌথ বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন এবং তার সম্পর্কিত নিয়মনীতির মাধ্যমে আদিবাসীদের বনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই বননীতি এক নতুন আইনি কাঠামো তৈরি করবে যা তাদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। রাষ্ট্রসংঘের সিইআরডি হল, স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সংস্থা, যারা সমস্ত রকম জাতপাত বিষয়ক বিবেদ দূর করার একটি নজরদারি এবং প্রায়োগিক সংস্থা। এই সংস্থা বর্তমানে সরকারের সঙ্গে বননীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। ডাউন টু আর্থ সূত্রে এ খবর জানা গেছে।



## ডি আর সি এস সি-র দুটি প্রকাশনার নতুন সংস্করণ

ছাগল পালন থেকে আয়।। মুরগি পালন থেকে আয়

গৃহপালিত পশু থেকে সংসারে আয় বাড়তে পারে। তবে, তা কাজে লাগাতে জানতে হবে। জানতে হবে, আয়ের জন্য কোন্ প্রাণীকে বাছব, প্রাণীপালনের নিয়ম কী, ব্যবসার খুঁটিনাটি কী? উৎপাদন খরচ কমানো যাবে কীভাবে ইত্যাদি। এইসব কথা বলা আছে এই বইতে। আশা করি সকলের কাজে আসবে।



দ্বিতীয় সংস্করণ।। ৭x৭৫ ডিমাই।। সিনরমাস আর্ট পেপার।।  
রঙিন, প্রচ্ছদ ও চতুর্থ প্রচ্ছদ।। ২০ পাতা।। ২০ টাকা।।



দ্বিতীয় সংস্করণ।। ৭x৭৫ ডিমাই।। সিনরমাস আর্ট পেপার।।  
রঙিন, প্রচ্ছদ ও চতুর্থ প্রচ্ছদ।। ২০ পাতা।। ২০ টাকা।।



২৪৪২ ৭৩১১ || ২৪৪১ ১৬৪৬